জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহরে স্বার্থ রক্ষায়
ক্ষয়ক্ষতি অর্থায়নের পরবর্তী [সমঝোতা] আলোচনায় বাংলাদেশকে অবশ্যই নেতৃত্বে থাকতে হবে

১. ক্ষয়ক্ষতি অর্থায়নের বৈশ্বিক ঘোষণাঃ সাফল্য এসেছে কিন্তু ফলাফল অর্জনে আরও সংগ্রাম করতে হবে।

কপ -২৭ এর ফলাফল নিয়ে বৈশ্বিক ভাবে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও এলডিসি'র দেশগুলোর মধ্যে বেশ আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। কারন এবারের কপে জলবায়ু আলোচনার সবচেয়ে সফল অগ্রগতির বিষয়টি ছিল ক্ষয়-ক্ষতি'র [Loss & Damage] বিষয়টি আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সম্মেলন শেষে ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে এ বিষয়ে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

উল্ল্যেখ্য যে ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নের বিষয়টি বিগত এক/দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আলোচিত হলেও সুনির্দীষ্ট অর্থায়নের বিষয়টিতে কোন অর্থায়নের সিদ্ধান্ত হয়নি। কারন এখানে ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নের মুল দাবিটি ছিলো ক্ষুদ্র দ্বীপ রাস্ট্র সমূহ থেকে যাদের সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতার কারনে তলিয়ে যাওয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় সহযোগিতা করা। যে কারনে এ বিষয়টি নিয়ে জলবায়ু আলোচনার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত সিদ্ধান্ত যেমন UNFCCC/CoP এর আওতায় WIM [Warsaw International Mechanism] গঠন এবং প্যারিস চুক্তির আওতায় SNLD [Santiago Network on Loss and Damage] বিষয়ক কার্য-কমিটি [Working Group] গঠন করা হলেও এসকল কমিটি অর্থায়নের বিষয়টিকে কোনভাবেই কাঠামোবদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানের সর্বগ্রাসী বন্যা, ফিলিপাইনে সৃষ্টি সুপার সাইক্লোন এর মত ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে [Developing Countries] নিম্ন আয় [LDCs] এবং অতি বিপদাপন্ন [MVCs] দেশগুলোর এই দাবীর সাথে একই প্লাটফর্মে একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং জলবায়ু আলোচনায় ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক এজেন্ডা/ আলোচ্যসূচীতে তাদের এই একতাবদ্ধ ভূমিকা এবং ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পেতে সহায়তা করেছে।

সুতরাং **ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস আমাদেরকে এটুকু পর্যবেক্ষন দেয় যে এলডিসি এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলো যখন এক দশক পূর্বে ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নের দাবী তুলে আসছিল তখন উন্নয়শীল দেশগুলোর জোড়ালো সমর্থনের অভাবে বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়নি অথবা বিভিন্ন দীর্ঘসূত্রিতায় বিষয়টিকে ধনীদেশগুলো এড়ানোর চেষ্টা করছিল। আজকে উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের নেতিবাচক ফলাফলে আক্রান্ত হয়েছে এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর এই দাবীটাকে এখন নিজেদের মালিকানায় নেয়ার চেষ্টা করছে।**

যদিও বলা হচ্ছে ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নের ঘোষনাটি উন্নয়নশীল এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর একতাবদ্ধ ভূমিকার ফল, **কিন্তু কপ-২৭ ঘোষনা [Sharm El-Sheikh Implementation Plan] উন্নয়নশীল দেশগুলোর কথাই বলা হচ্ছে এবং স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর কথা সুক্ষভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, যারাই সত্যিকার অর্থে বিষয়টির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই করে আসছিল।**

যাই হোক বর্তমানে আশার কথা হচ্ছে কিছু ধনী দেশের বিরোধীতা সত্ত্বেও কপ-২৭ ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক অর্থায়নের ঘোষনা হয়েছে এবং আগামী ২০২৪ সাল অর্থাৎ কপ-২৯ এর মধ্যে এ বিষয়ে একটি নীতি-কাঠামো ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রনয়ণ করা হবে। এই **বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন বা খসড়া প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠনের রূপরেখা [Transitional Committee] দেওয়া হয়েছে। ২৪ সদস্য'র এই কমিটিতে ১০ জন থাকবে উন্নত/ধনী দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে ১৪ জন। এই ১৪জন প্রতিনিধির মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ২জন এবং এলডিসি/স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ২ জন প্রতিনিধি** নির্বাচিত হবেন।

বাংলাদেশ যেহেতু অতিবিপদাপন্ন এবং নিম্নআয়সম্পন্ন দেশের ক্যাটাগরিতে রয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশ এমভিসি [Most Vulnerable Country-MVC] এবং ভি-২০ দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে সেহেতু আমরা **অবশ্যই Transitional Committee তে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জোর দাবি এবং আশা করতে পারি।** আমরা মনে করি সরকার বিষয়টিকে অতি গুরুত্ব দিবেন এবং যথাসময়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবেন [১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে]

ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নের বিষয়টি নিয়ে এলডিসি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমরা রাজনৈতিক বিভাজনের আশংকা করছি বিশেষ করে বিপদাপন্নতা সংজ্ঞা নিরূপণ [এটাই প্রধান], ক্ষয়-ক্ষতির স্বরূপ এবং অগ্রাধিকার অর্থায়ন কৌশলের নীতি-বিষয়গুলো নিয়ে। এসকল বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিরোধীতাকারী দেশসমুহ কোন প্রকার সুযোগ নিয়ে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করতে না পারে। তাই **আমরা মনে করি Transitional Committee তে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে তার স্বার্থ নিশ্চিত করার জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।** সে ক্ষেত্রে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ক্ষয়-ক্ষতি অর্থায়নে অতি বিপন্ন দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরছি বিবেচনার জন্য;

ক. Vulnerable Countries Definition [বিপদাপন্ন দেশসমুহের সংজ্ঞা] নির্ধারনে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনার উপর আমাদের দাবী জোড়ালো হতে হবে। যেমন,

- ভৌগলিক অবস্থান, দুর্যোগের ঘনঘটা (Frequency) ও তীব্রতা (intensity) এবং তাৎক্ষনিক ক্ষয়-ক্ষতির (Loss & Damage) বিষয়সমুহ বিবেচনায় আনতে হবে।
- অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের রাষ্ট্রের সক্ষমতা বিবেচনায় আনতে হবে
- দারিদ্রতার সংখ্যা, হার, তীব্রতা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনা করা এবং

- এ সংক্রান্ত Evidence/প্রামাণিক তথ্য উপাত্ত তৈরি করা প্রয়োজন রয়েছে।

খ. ক্ষয়-ক্ষতির অর্থায়নকে কোনভাবেই প্রশমন কর্মসূচীর [Mitigation work Program's] সাথে সংযুক্ত বা শর্তযুক্ত করা যাবে না।

গ. অর্থায়নের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুদান [Grant base] নির্ভর এবং ধনীদেশগুলোর কর্তৃক বিপদাপন্ন দেশগুলাকে সরকারি অর্থায়ন সহায়তার [Public Finance/ Official Development Assistance (ODA)] কৌশলের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

ঘ. কোন প্রকার বিনিয়োগ বা লগ্নীকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বি দেওয়া যাবে না। তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়ীত্ব UNFCCC প্রক্রিয়া এবং তাদের সরাসরি তত্বাবধানে বাস্তবায়ন হতে হবে।

ঙ. ক্ষয়-ক্ষতির অর্থায়নে বিপদাপন্ন দেশগুলোর সহজ প্রবেশাধিকার/অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে

চ. দুর্যোগ সংগঠিত হয়েছে, এর ফলে ক্ষয়-ক্ষতি সংগঠিত হয়েছে এরকম অবস্থায় এ তহবিল থেকে দ্রুত অর্থ সরবরাহ এবং অগ্রাধিকার অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং এটা শুধু মাত্র এলডিসি ভুক্ত দেশগুলোর জন্য হওয়া উচিৎ।

২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ [১.৫ ডিগ্রী সেঃ] লক্ষ্যঃ রাষ্ট্র সমূহের মতদ্বৈততায় আমরা আশা হারাচ্ছি

আমরা বিশ্বাস করি এমনকি ধনী দেশ সমূহ যারা উচ্চমাত্রায় কার্বন বা গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণ করছে তারাও বিশ্বাস করে যে **বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর নিচে রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর কোন বিকল্প নাই** এবং এটা করতে হলে ধনী দেশগুলোকে [যারা অতিরিক্ত কার্বন উদগীরণ করে] অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে শুন্য উদগীরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এবং সকল জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু হতাশাজনক হচ্ছে ধনী দেশগুলো এক্ষেত্রে অঙ্গীকার করলেও তাদের গৃহীত পদক্ষেপ কোনটাই বাস্তবসম্মত নয় এবং তাদের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এবং জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ করার পরিবর্তে তথাকথিত "Net Zero Emission" এবং কার্বন বাণিজ্যের [Carbon Trade] নামে দরিদ্র দেশগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করার সময় বিভিন্ন প্রকার শব্দ চয়ন এবং এর অর্থ পরিবর্তন বা নতুন সংগা উত্থাপনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত বা প্রলম্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যা প্রতিটি কপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।** ধনী রাষ্ট্রসমুহ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীতে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করলেও তাদের এহেন ভূমিকা এবং অব্যাহত মতদ্বৈততায় তা অর্জন করা সম্ভব নয় বলে আমাদের আশংকা হচ্ছে।

তাদের এই চাতুর্যপূর্ণ কৌশল পরিহার করতে হবে। ১.৫ ডিগ্রী বৈশ্বিক তাপমাত্রা লক্ষ্য অর্জন অঙ্গীকার করলেই হবে না সত্যিকার ও পরিমাপ যোগ্য [Real-time & Measurable] বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে আমাদের দাবিগুলোর পূর্নব্যক্ত করছি। এসকল দাবীর প্রতি সরকারের প্রতিনিধিদেরকেও একমত ও ভূমিকা রাখতে দেখেছি। সুতরাং আশা করছি কপ-২৮ পূর্ববর্তী আলোচনায়ও সরকারের অবস্থান এ বিষয়ে সুস্পষ্ট থাকবে।

ক. ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই বিজ্ঞান-ভিত্তিক কার্বন উদগীরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। তার আলোকে তাদের স্বনির্ধারণী [Nationally determined contributions-NDCs] কার্বন উদগীরণ হ্রাস কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ণ করে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে UNFCCC'তে পেশ করতে হবে। কারন ২০২৩ সালে NDC এর উপর বৈশ্বিক মূল্যায়ন হবে, আমরা দেখতে পাবো যে ধনী দেশগুলো সত্যিকার অর্থে তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

খ. তথাকথিত Net Zero নয় বরং ২০৫০ সালে প্রকৃত "শূন্য নির্গমন" [Real Zero Emission] অর্জন করার লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ১০০% বন্ধ করতে হবে।

গ. ধনী দেশগুলোকে কার্বন-বাণিজ্যের নামে দরিদ্র দেশসমূহকে ব্যবহার এবং তাদের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে না বরং দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন দেশসমূহ যাতে একই সাথে ২০৫০ সালে শুন্য উদগীরণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক-কারিগরি ও সক্ষমতা অর্জনের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্য [Global Goal for Adaptation-GGA] ধনী দেশগুলোর অব্যাহত বিরোধিতায় রূপরেখা প্রণয়নে ধীরগতি

স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন কর্মসূচিতে চাহিদা অনুসারে প্রয়াজনীয় নীতি, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্য" প্রণয়নের বিষয়টি জরুরি এবং এটা UNFCCC প্রক্রিয়া এবং কর্ম-কৌশল নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হতে পারে।

কিন্তু ধনী দেশগুলো [যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি] এর বিরোধিতা করছে এবং কর্ম-কাঠামো প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা মনে করি এমভিসি [Most Vulnerable Country-MVC] দেশগুলোর বিপদাপন্নতা নিরূপণ, অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অগ্রগতি মনিটরিং ও আর্থিক কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিতকরণে "বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্য" বিষয়ক কর্ম কাঠামো প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী এবং কোন অবস্থাতেই ধনী দেশগুলোর এর বিরোধিতায় নামা উচিত নয় বিশেষ করে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনাকে অপরিপক্ক, পরবর্তী বিবেচনায় রাখা হইল, এসকল আপত্তিকর অবস্থান বা শব্দচয়নের মাধ্যমে। আমরা আশা করছি কপ-২৮এ এই বিষয়ে একটি কার্যকর কর্ম-কাঠামো চুড়ান্ত করণে সক্ষম হবে যারা এটা নিয়ে কাজ করছে। আমরা এ সংক্রান্ত কর্ম-কাঠামোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকারের ভূমিকা আশা করছি;

ক. বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্য [GGA] কর্ম কাঠামো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব অভিযোজন লক্ষ্য, কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলকে সমর্থন করবে, বিশেষ করে NAP [National Adaptation Plan] কে সমর্থন করবে।

খ. NAP বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্য অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রকৃত আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। উক্ত অর্থ "অভিযোজন অর্থায়ন" নামে পৃথক তহবিল গঠনের মাধ্যমে সময়মত এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থায়নঃ অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি কিন্তু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কৌশল সবসময়ই অস্পষ্ট

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিষয়টি মূলত; ধনী দেশগুলো দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে প্রতিবছর [২০২০ সাল থেকে] ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যেটা প্যারিস চুক্তির সময় দেওয়া হয়েছিল। ধনী দেশগুলো এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। কপ-২৭ সম্মেলনও এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। গত দুই বছরে ২০২১ এবং ২০২২ সালে [চলতি বছর] তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কপ-২৭ সম্মেলনেও তারা ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু এবারও কৌশল বলেনি এই অর্থ কখন, কিভাবে দেওয়া হবে।

দরিদ্র জলবায়ু বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন হবে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়ন এবং অনুদান আকারে। **ধনী দেশগুলো অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি করছে এবং জলবায়ু অর্থায়নের নামে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক এবং বহুজাতিক মুনাফাকারবারী কোম্পানিগুলোকে সামনে আনার। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কার্যক্রমকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় সমাধানের [Nature Base Solution] চেষ্টা না করে প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ নির্ভর করার চেষ্টা করা হচ্ছে।** এর ফলে আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রধান কৌশল বিশেষ করে অভিযোজন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই সংকট আরো তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের আরও অভিজ্ঞতা হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়নের ধনী দেশগুলোর নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক এর দ্বি-মুখী বা দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে। কারন প্রতিশ্রুতি এবং **এটা একরকম Mandate আকারেই ছিল যে বিশ্বব্যাংকের জলবায়ু অর্থায়নের কৌশল হবে জলবায়ু ন্যায় বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তা হবে প্রশমন [Mitigation] এবং অভিযোজন [Adaptation] উভয় খাতেই ৫০:৫০ হিসেবে অর্থায়ন নিশ্চিত করা,** বিপদাপন্ন দেশগুলোর জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন কার্যক্রম অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত এবং সে অনুসারে অর্থায়ন করবে। আমরা বিশ্বব্যাংককে তাদের এই প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুতি হতে দেখেছি এবং কিভাবে অভিযোজন অর্থায়ন প্রক্রিয়াটিকে একটি জটিল ও প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যে নেওয়া যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কারণে বিগত বছরগুলোতে কোন অবস্থাতেই ২০% এর বেশি অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয় নাই।

৫. সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের নীতি-কাঠামো পরিবর্তনের ডাক

সুতরাং আমরা আশা করতে পারছি না যে ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। কারণ জলবায়ু অর্থায়ন "জলবায়ু ন্যায়বিচার" এর দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বপ্রথম ধনী দেশগুলো নিয়োজিত এজেন্ট অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক এর নীতি পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ **এই প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টিই করা হয়েছিল ধনী দেশগুলো কর্তৃক দরিদ্র দেশগুলোর অর্থ-সম্পদ লুট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হাতিয়ার হিসেবে এবং বিশ্ব ব্যাংক এ কাজটিই করছে তাদের হয়ে।**

উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বৈশ্বিক স্বীকৃত প্রধান কৌশল হচ্ছে গ্রীণ হাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন উদগীরন হ্রাসের মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রন করা। এটি করার জন্য যেখানে সকল দেশ জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবাহার এবং এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ হ্রাস করার অঙ্গীকার করছে এবং সাধ্যানুসারে পদক্ষেপ নিচ্ছে সেখানে **বিশ্বব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও জীবাশ্ম জ্বালানী খাতে তাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। পরিসংখ্যান বলছে ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক জীবাশ্ম জ্বালানী খাতে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।**

সর্বোপরি বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস বলেছেন "জলবায়ু পরিবর্তনে তিনি বিজ্ঞান বিশ্বাস করেন না" [World Bank Leader, Accused of Climate Denial, Offers a New Response refused to affirm climate science when confronted by a journalist]। **এরকম একটি স্ব-বিরোধী বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন করার কারনে জলবায়ু অর্থায়নের বৈশ্বিক ধারনা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে [প্রশমন ও অভিযোজন উভয় খাতে সমান খাতে ৫০% অর্থায়ন নিশ্চিত করা] দরিদ্র, স্বল্পোন্নত এবং বিপদাপন্ন দেশগুলো বিশ্বব্যাংককে জলবায়ু অর্থায়নের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্নরূপে অনুপস্থিত।** যে কারনে কপ-২৭ সম্মেলনে সকল দেশ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্পোন্নত সবাই একযোগে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্গঠনের দাবী তুলেছেন। আমরাও সারা বিশ্বের এই দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং নীতি-কাঠামো পরিবর্তন ও পুর্নগঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক কৌশল ও কার্যক্রমকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্ব দেওয়ার দাবী করছি।

সচিবালয়ঃ
কোস্ট ফাইন্ডেশন, ঠিকানা-বাড়ি-১৩, মেট্রো মেলডি,
রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭,
ফোন +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০৮২/৫৮১৫২৮২১/৫৮১৫২৭৯০
ইমেইলঃ info@equitybd.net
ওয়েবঃ www.equitybd.net